তবে আকবরের উত্তরাধিকারীগণ রাজপুতদের সাথে নমনীয় নীতি গ্রহণ করেনি, সুযোগ বুঝে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টাও করেন। সময়ের সাথে ক্ষমতার সংঘাতে রাজপুত রাজ্যগুলি অস্থায়ীভাবে নিজেদের স্বাধীনতা হারিয়েছিল। তবে মুঘল সাম্রাজ্যের দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, আকবরের মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে, পরবর্তী দিল্লির সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় হওয়ার ক্ষেত্রে আকবরের রাজপুতনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

Name of the Faculty - Runu Ghosh

Semester - IV, History Hons, Module - III
UG/HIST/402C - 9 - History of Medieval India (1526-1757)
Semester - II, History Programme Module - V
APHST/201C - IB
Topic :⇒ আকবরের রাজপুতনীতি

আকবরের রাজপুতনীতি

আকবরের সময়কালে রাজপুতরা ছিল অন্যতম শক্তিশালী গোষ্ঠী। আকবর বিচক্ষণতা, বাস্তববোধ ও উদারতার দ্বারা এই সুপ্রাচীন জাতিকে মুঘল রাজকুলের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ করে তাদের বিরোধিতার অবসান ঘটাতে সক্ষম হন। তাঁর এই কূটনীতির ফলে মুঘল রাষ্ট্র যথেষ্ট নিরাপদ হয়েছিল।

আকবরের রাজপুতনীতিতে সমঝোতামূলক বৈবাহিক কূটনীতি ও তরবারি চালনার নীতি - এই দুই-এর ই সমন্বয় ঘটেছিল। যেখানে তার মিত্রতা নীতি ব্যর্থ হয়েছে সেখানেই তিনি যুদ্ধেও লিপ্ত হয়েছেন।

প্রাথমিকভাবে আকবর বিভিন্ন রাজপুত কুলের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হতে সচেষ্ট হন। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বিহারীমলের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অম্বররাজ ভগবান দাসের কন্যার সঙ্গে নিজপুত্র সেলিমের বিবাহ দেন।

মিত্রতানীতির আর একটি দিক ছিল রাজপুতদের সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপদে নিয়োগ করে তাদের আনুগত্য লাভের চেষ্টা করেন। রাজা টোডরমল, রাজা ভগবান দাস, রাজা মানসিংহ প্রমুখ উচ্চপদ লাভ করেন।

অন্যদিকে চিতোর (১৫৬৭-৬৮ খ্রীঃ), রণথম্ভোর (১৫৬৯ কালিঞ্জরের ক্ষেত্রে সংঘর্ষের নীতি গ্রহণ করেন। চিতোর অধিকার সত্ত্বেও পরবর্তীকালে মেবারের রানা প্রতাপ সিংহ মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মুঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে

ডঃ সতীশচন্দ্রের মতে মীর্জা হাকিমের বিদ্রোহের সময় থেকেই মুঘল-রাজপুত মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় হতে লেগেছিল।

মূল্যায়ন

রাজপুতদের প্রতি আকবরের গৃহীত নীতি ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে। আকবরের দূরদর্শিতা ও নিপুণ সার ক্ষেত্রে তাঁর এই নীতি কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছিল। রাজনীতির ও রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে বহু মুঘল সম্রাটরা রাজপুতদের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেন। আকবরের সাম্রাজ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে রাজপুতরা সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছিল। সম্রাটের শত্রুদের বিরুদ্ধে রাজপুতরা ছিলেন প্রধান সেনাপতি। আকবরের রাজপুতনীতি জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান কর্তৃক অনুসৃত হয়েছিল। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের আমলে এই নীতি পরিত্যক্ত হয় যা সাম্রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছিল। শুধু সাম্রাজ্যের প্রসারে নয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, মুঘল শাসনব্যবস্থার প্রবর্তনের ক্ষেত্রে রাজপুতরা আকবরের সহযোগিতা করেছিল।

অন্যদিকে রাজপুতদের কাছে মুঘল সরকারের চাকরি ছিল যথেষ্ট লাভজনক। তাদের মনসব পদ অনুসারে মোটা অঙ্কের বেতন পেতেন। যদিও রাজপুতানায় নিজস্ব রাজ্যকে ওয়াতন জায়গীর হিসাবে গণ্য করা হত, সেখান থেকে আদায়ীকৃত রাজস্ব ও মনসব পদের বেতন বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এক হত না। ফলে রাজপুতরা অন্যত্র তনখা জায়গীর (যা পরিবর্তনশীল) লাভ করত। এভাবে তাদের আয়ের উৎস খুলে যায় ও তারা বাইরে থেকে সম্পদ আদায় করে ধন সঞ্চয় করতে পারে। মুঘলদের সাথে মৈত্রী রাজপুতদের যোগ্যতা প্রমাণ করার ও পদোন্নতির সুযোগ এনে দেয়।

হলদিঘাটের যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হন। পরবর্তী

আবুল ফজল রাজপুতনায় মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে লিখেছেন রাজপুতদের মূলত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল — ① স্থানীয় জমিদার, ভূমিয়ান, সর্দার ইত্যাদি এবং ② তাদের প্রজা — যেমন জাঠ ও মজুর। আকবর পূর্বেকার ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটান এবং স্থানীয় রাজন্যবর্গকে হয় পরাজিত নয়তো অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করেন এবং তারপর তাদের সাম্রাজ্যের অংশীদার করেন। মনসব প্রদানের ক্ষেত্রেও রাজপুতদের প্রতি উদারতা দেখান।

১৫৬২ থেকে ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আকবর বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেন। যেমন - যুদ্ধে পরাজিত রাজ্যের নারী ও শিশুদের বাধ্যতামূলকভাবে দাসে পরিণত করার প্রথা তুলে দেন। হিন্দুদের তীর্থকর লোপ, ১৫৬৪ তে প্রথম দফায় জিজিয়া প্রত্যাহার সাময়িক ভাবে রাজপুতদের খুশী করে।

আকবর যেমনভাবে রাজপুত রাজাদের মনসব প্রদান করেন শুধু নয়, তাদের অধীনস্থ সামন্তদেরও সেইভাবে নিজপক্ষে আনেন। এদের অনেকেই পুরাতন জায়গীর ভোগ করত। যেমন অম্বরের অধীন দেওসা, নরাইনা, লাওন, সম্ভর ও এর সামন্তগণ কাছোয়াদের পূর্বতন কাজেই গুরুত্ব লাভ করে মুঘলদের সেবা করেছিল। রাজপুতনায় যেসব রাজন্য ও সামন্ত মুঘলদের সেবায় প্রবেশ করলেন তাঁরা যে শুধু আকবরের সহায়ক ছিলেন তা নয়, তাদের মাধ্যমে আকবর বিপুল সংখ্যক মানুষের আনুগত্য লাভে সক্ষম হলেন।

১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে রাজনৈতিক কারণে আকবর অধিকমাত্রায় রাজপুতদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তুরানি অভিজাতদের উপর বিশ্বাস না থাকায় তিনি রাজপুতদের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে যুদ্ধের দায়িত্ব দেন। এমনকি মির্জা হাকিমের বিরুদ্ধেও তিনি রাজপুত সেনা নিয়োগ করেছিলেন। সেসময় সামরিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছিলেন মান সিংহকে। ১৫৮৫-৮৬ তে কাবুলের দায়িত্ব পান মান সিংহ। এমনকি পরবর্তীতে বাংলা-বিহারের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছিল মান সিংহকে।